সংবাদ

FEB
তারিখ 12 6 JAN 2013
পৃষ্ঠা

বইমেলায় আগুন

নাশকতার আশঙ্কা

● ৩৮ স্টল পুড়ে ছাই : ২ কোটি টাকার বই পুড়েছে : তদন্ত কমিটি গঠন

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণ এবং এর সম্প্রসারিত অংশে বইমেলায় রোববার গভীর রাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে প্রায় দুই কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেছে। তিনদফা আগুনে ৩৮টি স্টল পুড়ে গেছে বলে ফায়ার সার্ভিস সূত্র জানায়। রোববার রাত ১টা ৪ মিনিটে প্রথম আগুন লাগে। ফায়ার সার্ভিসের ৪টি ইউনিট প্রায় ৪০ মিনিট প্রচেষ্টা চালিয়ে রাত ১টা ৪৫ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। অগ্নিকাণ্ডের রহস্য উদঘাটনে ৩টি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে এটি একটি নাশকতামূলক কাজ হতে পারে।

এ ব্যাপারে সংস্কৃতিমন্ত্রী আবুল কালাম আজাদ গতকাল এক সংবাদ সম্মেলনে বইমেলায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, অগ্নিকাণ্ডের রহস্য উদঘাটনের জন্য আমরা লেখক, প্রকাশক এবং বাংলা একাডেমীর কর্মকর্তাদের নিয়ে ৩টি কমিটি গঠন করেছি। একটি হলো টেকনিক্যাল কমিটি তারা কী ধরনের ক্ষতি হয়েছে তা দেখবেন, কী কারণে আগুন লেগেছে এই বিষয়টা দেখার জন্য আরেকটি কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং কীভাবে এই ক্ষতিপূরণ দেয়া যাবে এই ব্যাপারেও আরেকটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়াও এ বিষয়টি নিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করবেন বলে জানিয়েছেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান, সংস্কৃতি সচিব, পুস্তক প্রকাশক সমিতির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ ক্ষতিগ্রস্ত স্টলের কর্ণধাররা।

আশঙ্কা : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ২

আশঙ্কা : নাশকতার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সকালে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করতে আসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। তিনি উপস্থিত সাংবাদিকদের বলেন, এ ঘটনায় নাশকতার আশঙ্কা উড়িয়ে দেয়া যায় না। তিনি বিষয়টি দ্রুত তদন্ত করার আহ্বান জানান। মেলায় সর্বক্ষণ ফায়ার সার্ভিসের দায়িত্বরত কর্মকর্তা জামিল আহমেদ বলেন, বাংলা একাডেমীর মিলনায়তনের দেয়াল ঘেঁষে সিসি ক্যামেরার বৈদ্যুতিক সংযোগ থেকে আগুন লেগে থাকতে পারে। আর গতকাল রাতে প্রচণ্ড বাতাস থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে থাকতে পারে। বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান বলেন, অগ্নিকাণ্ডের কারণ উদঘাটনে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদন পেলেই অগ্নিকাণ্ডের কারণ জানা যাবে।

শাহবাগ থানার তদন্ত কর্মকর্তা (ইন্সপেক্টর) এম এ জলিল জানান, মেলা কর্তৃপক্ষ বা একাডেমীর পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত (গতকাল দুপুর) এ ব্যাপারে কোন মামলা করা হয়নি। এমনকি কোন প্রকাশকও থানায় এসে কোন অভিযোগ দেননি। তবে ঘটনাস্থলে থানার পুলিশ মনিটরিং করছে।

বাংলা একাডেমী ভবনের দক্ষিণ পাশে এই অগ্নিকাণ্ড ঘটে। এতে করে ওই পাশের সবগুলো বইয়ের দোকান পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ফায়ার সার্ভিস কন্ট্রোল রুমের ডিউটি অফিসার শাহজাদী সুলতানা বলেন, আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার আগেই পুড়ে ছাই হয়ে যায় মেলার ৩৮টি স্টল। পরে মেলায় সার্বক্ষণিক নিয়োজিত ফায়ার সার্ভিসের ইউনিট ছাড়াও আরও ৪টি ইউনিট ঘটনাস্থলে দ্রুত গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। স্থানীয় সূত্র জানায়, ও সময় আরও বেশকিছু স্টল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আগুন লেগে ২৬৪ থেকে ৩০৪ নাম্বার স্টল পর্যন্ত ২৬টি প্রকাশনীর মোট ৪৫টি স্টল ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া ৩৩০-৩৩২ ও ৩৬১-৩৬২ নম্বর স্টলও আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় প্রায় দুই কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে প্রকাশকরা দাবি করেন। বইমেলায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় প্রকাশকদের মধ্যে চরম ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। তাদের দাবি, এটি দুর্ঘটনা নয়, পরিকল্পিত নাশকতা। গতকাল সরেজমিনে খোঁজ নিয়ে এমন অভিযোগ পাওয়া গেছে। সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, ছাই হওয়া বইয়ের অবশিষ্ট অংশ কুড়িয়ে অনেক লেখক ও প্রকাশককে দেখা গেছে কান্না করতে। অনেকে আবার আবেগে আপ্লুত হয়ে নিজের বইয়ের পোড়া ছাই নিয়ে ঘেঁটে ঘেঁটে দেখছেন। 'কলাপাতার চতুষ্টয়ি'-এর লেখক সাফিয়া খন্দকার রেখা অশ্রুসিক্ত চোখে নিজের পোড়া বইগুলো দেখতে দেখতে বলেন, আমার শখের বইগুলো পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। 'অন্তরালে সে' উপন্যাসের লেখক ডা. রিতা সরকার বলেন, আমার পূর্বে প্রকাশিত বইয়ের পোড়া অংশ পাচ্ছি কিন্তু এই বছরে প্রকাশিত বইয়ের পোড়া অংশগুলো পাচ্ছি না। তিনি আরও বলেন, গতকাল (রোববার) রাতে মেলা থেকে যাওয়ার সময় আমার লেখা বইগুলো ৩টি ব্যাগে ভরে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রে স্টলে রেখে গিয়েছিলাম। আজ (সোমবার) আমার সেই বই হয়ে গেছে ছাই। পলাশ প্রকাশনীর কর্মকর্তা কাজী মোহাম্মদ সংবাদকে বলেন, রোববার রাত দেড়টার সময় জানতে পারি মেলায় আগুন লেগেছে। ওই রাতেই প্রকাশনীর মালিক মেলাস্থলে আসেন। তিনি বলেন, আমাদের স্টলের সব বই তো পুড়েছেই, ট্রাংকের ভিতরে রাখা মেলায় বিক্রীত বইয়ের টাকাগুলোও পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এই অগ্নিকাণ্ডটি নাশকতা বলেই তিনি দাবি করেন। শ্রাবণ প্রকাশের স্বত্বাধিকারী রবিন আহসান নাশকতার আশঙ্কা ব্যক্ত করেন। তিনি জানান, রোববার বিকেল ৫টায় মেলার তথ্যকেন্দ্রের সামনে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশকরা গণজাগরণ মঞ্চের চলমান আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানান। তারা সেখান থেকে গণজাগরণ মঞ্চ যতদিন চলবে ততদিন পর্যন্ত মেলা চালানোর দাবি জানান। রবিন আহসানের ধারণা এসব কারণেই ক্ষুব্ধ হয়ে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী বা অন্য কোন বিশেষ চক্র এ নাশকতা ঘটাতে পারে।

মুক্তদেশ প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী জাবেদ ইমন বলেন, আমাদের বইয়ের নিরাপত্তা দেয়ার কথা বাংলা একাডেমীর। কিন্তু তারা তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। রাত ৯টার পরে মেলার বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়। ফলে বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুন লেগেছে বলে আমাদেরকে বিভ্রান্ত করছে। মেলায় আগুন লাগার পরে মেলা কর্তৃপক্ষ আমাদের সঙ্গে রহস্যজনক আচরণ করছেন। তারা আমাদেরকে কোন কিছু পরিষ্কার করে বলছেন না। কঠিন নিরাপত্তা বেষ্টিত এলাকায় এই ধরনের অগ্নিকাণ্ড নাশকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। কর্তৃপক্ষের গাফিলতির জন্যই এই ঘটনাটি ঘটেছে।